বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারের দ্রুত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা

ইংরেজী সংস্করণ
মে ২০১২

বাংলা সংস্করণ
নভেম্বর ২০১৩

DISPLACEMENT SOLUTIONS

উপজা
UPSA

Climate Displacement in Bangladesh

The Need for Urgent Housing, Land
and Property (HLP) Rights Solutions
May 2012

বাংলা সংস্করণ

বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারের দ্রুত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা

নভেম্বর ২০১৩

DISPLACEMENT
SOLUTIONS

উপচা
UPSA

প্রকাশকাল

ইংরেজী সংস্করণ : মে ২০১২
বাংলা সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৩

সম্পাদনায়

ড. শায়রুল মাশরেখ, অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ শাহ্জাহান, টিম লিডার, ইপসা-এইচএলপি প্রকল্প

অনুবাদক

প্রবাল বড়ুয়া
সুবীর দাশ

অনুবাদ নিরীক্ষণে

শাহরিয়ার আদনান (শান্তনু)

সহযোগিতায়

সৈয়দ আশ্রাফ উলাহ

প্রকাশনায়

Displacement Solutions
Rue des Cordiers 14, 1207 Geneva, Switzerland
Suite 2/3741, Point Nepean Road, 3944 Portsea, Australia
E-mail : info@displacementsolutions.org
www.displacementsolutions.org

&

Young Power in Social Action (YPSA)
House # F10 (P), Road # 13, Block-B
Chandgaon R/A, Chittagong-4212, Bangladesh.
Tel : +88-031-672857, 2570255,
E-mail : info@ypsa.org ; ypsa.hlp12@gmail.com
www.ypsa.org

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর মাত্রা আরো প্রকট হচ্ছে। বিশেষ ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। যার ফলে জীবনহানি, ভূমি, ঘরবাড়ি, জীবিকার ক্ষতি ছাড়াও ব্যক্তি এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার (আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি) নিশ্চিতকরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্থানচ্যুত মানুষ।

এই প্রতিবেদন যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে তা হল, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুতি শুধুমাত্র ভবিষ্যতের আলোচ্য বিষয় নয়, বর্তমানেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ সমুদ্রস্ফীতি, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় এই সকল ঘটনা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। যে সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহ মানুষের স্থানচ্যুতির জন্য দায়ী সেগুলোর তীব্রতা এবং পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি লক্ষ-কোটি মানুষকে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য করবে সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

এই প্রতিবেদন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান এবং ভবিষ্যত কারণগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। উলেখ্য যে, এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং সুশীল সমাজের কর্মসূচি সমূহ যাচাই এর মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়গুলো বিশেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগণের আবাসন ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে অধিকার ভিত্তিক সমাধানের উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের সমস্যার সমাধানে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে -যা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়ে সরকার, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি
- বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি
- জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধানে অধিকার ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
- জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংশিষ্ট নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত রেখে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য আদর্শ গুচ্ছ গ্রামের সম্ভাব্যতা যাচাই
- কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট গঠনে উৎসাহিত করা
- অবিলম্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু করা
- জরুরী ও সাধারণ পুনর্বাসন কার্যক্রমকে মূল ধারায় আনা এবং স্থানচ্যুত মানুষদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা

এই প্রতিবেদনটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের সচেতনতা এবং জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে এবং উল্লেখিত প্রস্তাবিত সুপারিশমালার আলোকে বাংলাদেশ সরকার, সুশীল সমাজ, জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী, গবেষক, উন্নয়নকর্মী, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে।

Photo : Displacement Solutions, January 2011

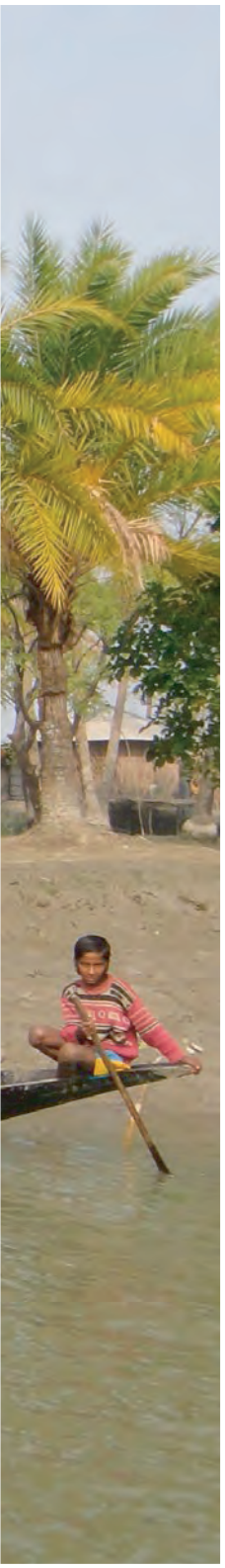

সূচিপত্র

অধ্যায় নং		শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১		**ভূমিকা**	১
২		**বাংলাদেশে জলবায়ু ঝুঁকি এবং স্থানচ্যুতি**	৪
	২.১	বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতি: বর্তমান পরিস্থিতি	৪
	২.১.১	পটভূমি	৪
	২.১.২	উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান পরিস্থিতি	৬
	২.১.৩	মূল ভূখন্ডে জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান পরিস্থিতি	৮
	২.২	বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ভবিষ্যৎ	৯
	২.২.১	উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ভবিষ্যৎ	১০
	২.২.২	মূল ভূখন্ডে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ভবিষ্যৎ	১১
	২.২.৩	জলবায়ু স্থানচ্যুতির অন্যান্য কারণসমূহ	১১
	২.২.৪	জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানচ্যুতির ফলে সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা	১২
৩.		**বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত নীতিমালা**	১৪
	৩.১	জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানচ্যুতির সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা	১৪
	৩.১.১	সরকারের অভিযোজন নীতিমালা	১৪
	৩.১.২	সরকারি নীতিমালার বর্তমান অগ্রগতি	১৭
	৩.২	বাংলাদেশে সুশীল সমাজের ভূমিকা	১৮
৪.		**আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামো**	২০
	৪.১	জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা	২০
	৪.১.১	পটভূমি	২০
	৪.১.২	বিদ্যমান আদর্শ কাঠামো	২০
	৪.১.৩	মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদন্ড	২২

অধ্যায় নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৫.	**সুপারিশসমূহ: বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সম্ভাব্য সমাধান**	**২৮**
৫.১	জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়ে সরকার, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি	২৮
৫.২	বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি	২৮
৫.৩	জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধানে অধিকার ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন	২৯
৫.৪	জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংশিষ্ট নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত রেখে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ	৩১
৫.৫	জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য আদর্শ গুচ্ছ গ্রামের সম্ভাব্যতা যাচাই	৩১
৫.৬	অবিলম্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুর" করা	৩২
৫.৭	কমিউনিটি ল্যা" ট্রাস্ট গঠনে উৎসাহিত করা	
৫.৮	জরুরী ও সাধারণ পুনর্বাসন কার্যক্রমকে মূল ধারায় আনা এবং স্থানচ্যুত মানুষদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা	৩২
৬.	**উপসংহার**	**৩৪**
৭.	**তথ্যসূত্র**	**৩৫**

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার বিশেষভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন অধিকার ভিত্তিক ও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় বিশেষত: আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে মানুষ মর্যাদার সাথে নিশ্চিন্তে থাকার অধিকার পাবে। এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কেবল বাংলাদেশ সরকারের নয়, এই বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুশীল সমাজ ও ভুক্তভোগীদের সাথে নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। সেই সাথে এই সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমাজের সম্পদ ও কারিগরী দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই সমাধান খুঁজতে হবে।

ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ ২০১১ সালের জানুয়ারী, অক্টোবর ও নভেম্বর মাস এবং ২০১২ সালের এপ্রিল মাস, বাংলাদেশে মাঠপর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে। এই পরিদর্শনের সময় জলবায়ু স্থান পরিবর্তন বিষয়ে দেশজুড়ে বিস্তৃত স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সরকারের নীতি নির্ধারক পর্যায়ের সাথে মতবিনিময় করা হয়[৭]।

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এটি অনতিক্রম্য নয়। এরই মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, যেমন: এসোসিয়েশন ফর ক্লাইমেট রিফিউজিস (এসিআর) এবং ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) কিছু প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছে। যেমন: বিকল্প আশ্রয় এর জন্য ভূমি চিহ্নিত করণ এবং বাংলাদেশের স্থানচ্যুতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আবাসনের পরিকল্পনা[৮]। বাংলাদেশের স্থানচ্যুত জনগণের সমস্যার সমন্বিত অধিকার ভিত্তিক সমাধানের জন্য এটিই প্রথম উদ্যোগ।

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম এবং নীতিমালাগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কিছু প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়:

- জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়ে সরকার, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি
- বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি
- জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধানে অধিকার ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
- জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংশিষ্ট নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত রেখে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য আদর্শ গুচ্ছ গ্রামের সম্ভাব্যতা যাচাই
- কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট গঠনে উৎসাহিত করা
- অবিলম্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু করা
- জরুরী ও সাধারণ পুনর্বাসন কার্যক্রমকে মূল ধারায় আনা এবং স্থানচ্যুত মানুষদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা

---

[৭] During these visits, Displacement Solutions travelled to the following districts affected by climate displacement: Dhaka, Khulna, Jessore, Rajbari, Chittagong, Cox's Bazaar, Bandarban, Rangamati, Khagrachari, Jamalpur, Kurigram, Shadkhira, Rangpur, Chandpur, Comilla and Sirajganj.

[৮] See further: Section 3: Policy Approaches to Climate Displacement in Bangladesh.

এই প্রতিবেদনে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যা সমাধানে টেকসই পদক্ষেপের জন্য ইতিমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলোকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য আরো সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বলা যায় যে, জলবায়ু স্থানচ্যুতদের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল হতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা আবশ্যক।

এই প্রতিবেদনে বিশেষ ভাবে উলেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে স্থানচ্যুতির যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ সরকার তথা সমগ্র বিশ্বের গুরুত্ব দেয়া উচিত। এই সংকট ভবিষ্যতের কোন বিষয় নয়, এটি বর্তমানের সমস্যা। জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য অধিকার ভিত্তিক সমাধান খুঁজে তার বাস্তবায়ন জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা প্রয়োজন।

আশা করা যায় যে, এই প্রতিবেদনটি প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। ফলে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য কার্যকর ও স্থায়ী আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা যাবে।

অধ্যায়- ২
বাংলাদেশে জলবায়ু ঝুঁকি ও স্থানচ্যুতি

২.১ বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতি: বর্তমান পরিস্থিতি

২.১.১ পটভূমি

বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে : যেমন - ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধ্বস, নদী ভাঙ্গন এবং খরা[৯]। এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধি সহ আর্থসামাজিক[১০] অবস্থার কারণে হতাহতের পরিমাণ বৃদ্ধি, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং দেশব্যাপী মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপর্যস্ত করছে[১১]।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে তাদের আবাস ও ভূমি হারিয়ে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য করে। এর কারণ হলো, কিছু আকস্মিক দুর্যোগ, যেমন: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন এবং দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ, যেমন: ভূমিক্ষয়, সমুদ্রস্ফীতি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন ও খরার প্রাদুর্ভাব[১২]।

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির অন্যতম কারণ হিসেবে উপকূলে জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মূল ভূখন্ডে নদী ভাঙ্গনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য কারণগুলো হচ্ছে : বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মূল ভূখন্ডে নদীতে বন্যার মাত্রা বৃদ্ধি[১৩]। সাধারণত: বাংলাদেশের উপকূলীয় ও নদী বিধৌত অঞ্চলগুলোতে স্থানচ্যুতির মাত্রা বেশি পরিলক্ষিত হয়[১৪]। দেশের মোট ৬৪টি জেলার[১৫] মধ্যে ২৬টি জেলায় জলবায়ু স্থানচ্যুতির তথ্য পাওয়া গেছে[১৬]। অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষ লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুত হয়েছে[১৭]।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ আরো বেশি জলবায়ু ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে স্থানচ্যুতি ঘটছে, তা হলো : বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও নদী ভাঙ্গন। ভবিষ্যতে সেগুলোর মাত্রা আরো ত্বরান্বিত হবে[১৮]।

এ.সি.আর এবং ইপসা ২০১১ সালের সমীক্ষায় জলবায়ু স্থানচ্যুতির ঘটনা ঘটছে এমন জেলা সমূহের নাম

উপকূলী জেলা সমূহ

১. সাতক্ষীরা
২. খুলনা
৩. বাগেরহাট
৪. পিরোজপুর
৫. বরগুনা
৬. পটুয়াখালী
৭. ভোলা
৮. ফেনী
৯. লক্ষীপুর
১০. নোয়াখালী
১১. চট্টগ্রাম
১২. কক্সবাজার

মূল ভূখন্ডের জেলা সমূহ

১৩. নীলফামারী
১৪. কুড়িগ্রাম
১৫. রংপুর
১৬. গাইবান্ধা
১৭. জামালপুর
১৮. বগুড়া
১৯. সিরাজগঞ্জ
২০. মুন্সিগঞ্জ
২১. মানিকগঞ্জ
২২. ফরিদপুর
২৩. রাজবাড়ী
২৪. শরিয়তপুর
২৫. চাঁদপুর*
২৬. রাজশাহী*

[৯] See: Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008, Supra n4, pp4-5.
[১০] Widespread poverty in Bangladesh combined with a high population density forces many people to live in areas that are highly vulnerable to natural hazards.
[১১] See Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008, supra n4. Also, in a household survey undertaken in May 2008, natural hazards were the most frequently cited cause of insecurity in life in general, with over half of all household survey respondents citing it as one of their primary concerns; see Saferworld, Human Security in Bangladesh, Security in South Asia (2008).
[১২] Climate change induced displacement: Migration as an adaptation strategy, supra n6.
[১৩] Association for Climate Refugees, Climate "Refugees" in Bangladesh -Answering the Basics: The Where, How, Who and How Many? available at http://displacementsolutions.org/?p=547.
[১৪] See below: Current Climate Displacement in Coastal Regions and Current Climate Displacement in Mainland Regions.
[১৫] Bangladesh is divided into 7 Divisions, 64 Districts and 500 Sub-Districts (Upazillas).
[১৬] See Climate Refugees in Bangladesh -Answering the Basics: The Where, How, Who and How Many? Supra n17
[১৭] See boxed text: Assessing the Number of Climate Displaced People in Bangladesh
[১৮] See below: The Future of Climate Displacement in Bangladesh.
* বাংলা সংস্করণে সংযোজিত হল

বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা নির্ধারণ

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এটা নিশ্চিতভাবে কখনই বলা সম্ভব নয় যে একজন ব্যক্তির স্থানচ্যুতির একমাত্র কারণ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। তবে এটা বলা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশব্যাপী স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা এবং সংখ্যা দুটোই বেড়ে চলেছে যা স্থানচ্যুতিকে প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

এসোসিয়েশন ফর ক্লাইমেট রিফিউজিস (এ.সি.আর) এবং ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশান (ইপসা) বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা নির্ধারনের চেষ্টা করছে। এ.সি.আর এবং ইপসা কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানে দেখা গেছে ইতিমধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুত হয়েছে[১৯]। যার অর্ধেকই উপকূলীয় বন্যা এবং নদী ভাঙ্গনের কারণে স্থানচ্যুত।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যার খোঁজে এ.সি.আর এবং ইপসা বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর এবং সিলেট) ২০১০ সালের মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ড় বিভিন্ন সময়ে কর্মশালার আয়োজন করেছিল। প্রতিটি বিভাগীয় কর্মশালায় ২৫-৩০ জন করে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সকলেই তাদের নিজ জেলা ও উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যা উপস্থাপনের পাশাপাশি আনুমানিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। এই কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে এ.সি.আর এবং ইপসা দেশের জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ ২৬টি উপকূলীয় ও মূল ভূখন্ডের নদী বিধৌত জেলা সমূহের মানুষের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে এই প্রতিবেদনটি তৈরী করেছে।

ফলাফল

এই কর্মশালাগুলো থেকে এ.সি.আর এবং ইপসা নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ পেয়েছে ঃ

উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার সৃষ্ট পাবন (সমুদ্রস্ফীতির ফলে) বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ২৩৬টি উপজেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

- ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলার মধ্যে অধিকাংশ গ্রামই লবণাক্ত জোয়ারের পানিতে গত তিন বছর যাবৎ প্রতিদিন দু'বার পাবিত হয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলার ৩২% বাসিন্দা (৭,৬৯৩,৩৩১ মানুষের মধ্যে ২,৪৬২,৭৮৯ জন)ঘূর্ণিঝড় ও উচ্চ জোয়ার জনিত পাবনের ফলে ঘরবাড়ী ও জমিজমা হারিয়েছে।
- উলেখিত উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত—২,৪৬২,৭৮৯ জন মানুষের মধ্যে ৬৪% মানুষ (১,৫৬৮,৯৮০) স্থানচ্যুত হয়ে আশে পাশের উচু বাঁধ অথবা খালি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।
- ২৭% মানুষ (৬৭৫,১১৩) ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে।
- ৯% মানুষ (২১৮,৬৫৬) দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে।

নদী ভাঙ্গনের ফলে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের ১৭৯টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে ঃ

- বিগত তিন যুগ ধরে এসব উপজেলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের সাথে বন্যায় উলেখিত উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ড় ৪২% মানুষ (৩,৪৯০,৫০০ জনের মধ্যে ১,৪৫২,৫৮৮ জন) তাদের আবাসন ও ভূমি হারায়।
- ১,৪৫২,৫৮৮ জন মানুষের মধ্যে ৬৬% মানুষ (৯১৫,৫৩১ জন) নিকটস্থ বাঁধের উপর অথবা উঁচু জমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে।
- ২৬% লোক (৩৭৫,৭৯৩ জন) ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানাস্তরিত হয়েছে।
- ৮% (১২৫,২৬৪ জন) দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে।

[১৯] See Climate Refugees in Bangladesh -Answering the Basics: The Where, How, Who and How Many? Supra n17.

২.১.২ উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশের ২৮% মানুষ উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে[১৯] যা দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত[২০]। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অসংখ্য মানুষ ও জনগোষ্ঠী তাদের বসতভিটা ও কৃষিজমি হারিয়ে স্থানচ্যুত হচ্ছে[২১]।

উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রস্ফীতি

উপকূলীয় এলাকায় জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধিই স্থানচ্যুতির মূল কারণ[২২]। তাছাড়াও উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা ভূমি ক্ষয় ও সমুদ্র তীরের সংকোচনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রস্ফীতির ফলে প্রভাব সমূহঃ

- উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বেশকিছু সময়ের জন্য জলমগ্ন থাকে ; সেই সাথে শক্তিশালী
- জোয়ারের ফলে সৃষ্ট ভাঙ্গনে আবাসস্থল, ভূমি ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।
- উপকূলীয় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উৎপাদিত কৃষি ফসল বিনষ্ট হয়, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির উর্বরতা ফিরে আসতে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগে।
- ভূগর্ভস্থ পানি এবং নদী সমূহে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশে ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষিত হয়ে সুপেয় পানি দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে।
- উপকূল রক্ষা বাঁধের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

---

[১৯] The Coastal Zone covers 19 out of 64 Districts of Bangladesh, 32 percent of the area of Bangaidesh and 28 percent of the population, see: Rafiqul Islam, "Pre- and Post-Tsunami Coastal Planning and Land-Use Policies and Issues in Bangladesh" in FAO, Proceedings of the Workshop on Coastal Area Planning and Management in Asian Tsunami-Affected Countries, 2007, p55.

[২০] See generally: Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Environment and Forests, Bangladesh Climate ChangeStrategy and Action Plan 2009.

[২১] See boxed text: Assessing the Number of Climate Displaced People in Bangladesh.

[২২] Research in Dakshin Bedkashi (KOyra Upazila) reveals that the tidal flood water level has risen by 1 meter over 5 years (2004 to 2008) and it rose by an additional meter in 2009 and in 2030 it continues to rise further", see Association of Climate Refugees, Climate Refugees in Bangladesh - Answering the Basics: The Where, How, Who and How Many, available at: http:/displacementsolutions.org/?p=547. See also boxed text: Assessing the Number of Climate Displaced People in Bangladesh.

Photo : Kadir Van Lohuizen, January 2011

বাঁধের উপর জীবন

২০১১ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলায় সমুদ্র স্ফীতির ফলে সৃষ্ট বন্যায় প্রায় ৬০,০০০ মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছিল। এর মধ্যে ২৫,০০০ স্থানচ্যুত মানুষ তাদের বসতবাড়ী ও ভূমিতে ফিরে যেতে না পেরে ২৫ কিমি দীর্ঘ, ২মিটার উঁচু এবং ৩-৪ মিটার প্রশস্ত বেড়িবাঁধের উপর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশনস্-এর প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফরের সময় খুলনা জেলায় এসব বেড়িবাঁধের উপর বসবাসকারী মানুষ ও জনগোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাৎ করে[২৩]। এসব জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ বাঁধের উপর প্রাথমিক আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে। তাদের আশ্রয় নেয়া ঘরের চারপাশের ভূমিগুলো জোয়ার ভাটার কারণে প্রায় সময়েই কর্দমাক্ত থাকে। প্রায় ৯০ শতাংশ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ জীবিকার সংস্থান ছাড়া শুধুমাত্র ত্রাণ সাহায্যের উপর নির্ভর করে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল এবং সেই সাথে নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুঁজতে সক্ষম ছিলনা।

দীর্ঘ ২ বছর বেড়িবাঁধের উপর বসবাসের পর কিছু স্থানচ্যুত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ড় বাঁধ সংস্কারের পর নিজেদের বসতবাড়ীতে ফিরে যেতে সক্ষম হয় এবং সমুদ্র স্ফীতি থেকে নিজস্ব ভূমিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট ভিটেহারা মানুষ নিজস্ব ভূমি হারানোর কারণে ফলে বসতবাড়ীতে ফিরে যেতে পারেনি। এই সকল জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য আবাসন, ভূমি এবং সম্পত্তির প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা খুব জরুরী।

---

23 A video interview between Displacement Solutions and the affected communities Living on this embankment can be viewed at: http://www.youtube.com/watch?v=aT1W7E80B20

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

Photo : Kadir Van Lohuizen, January 2011

উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানচ্যুতির অন্যান্য কারণগুলো হল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস[২৪] । গড়ে বাংলাদেশে প্রতি ৩ বছরে একটি বড় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে[২৫] । এই নিম্নচাপ সাধারণত বর্ষার পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গোপসাগরের উষ্ণ পানির অবস্থান লক্ষ্য করে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। নিম্নচাপগুলো ১৫০ কিমি- এর অধিক বাতাসের তীব্রতা সম্পন্ন ও ৭ মিটারের অধিক উঁচু জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে। ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে যথাক্রমে ৫০০,০০০ এবং ১৪০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল[২৬]। বাংলাদেশের দিকে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান কিছুটা সরু হওয়ায় জলোচ্ছাসের মাত্রা ও উচ্চতা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে অনেকটা বেশী[২৭]।

উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রভাবে সংঘটিত প্রতিক্রিয়াসমূহ :

- অসংখ্য জীবনহানি
- বসতবাড়ী, সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি
- গৃহপালিত পশু-পাখির প্রাণহানি
- কৃষি ও জীবন-জীবিকার বিপর্যয়

Photo : Displacement Solutions, November, 2011

২.১.৩. মূল ভূখন্ডে জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পৃথিবীর অন্যতম তিনটি বৃহৎ নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত। এই তিনটি নদী প্রতি বছর গড়ে বন্যার সময় ১৮০০০০ মি৩/সেকেন্ড গতিতে পানি সঞ্চালন করে ও ২ বিলিয়ন টন পলি বহন করে[২৮]। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত হওয়ায় প্রায় সময় বন্যায় পণ্ডাবিত হয়[২৯]। গড়ে প্রতি বছর দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা বন্যায় নিমজ্জিত থাকে। প্রতি ৪-৫ বছরের মধ্যে একবার মারাত্মক বন্যায় দেশের ৬০% এলাকা ক্ষতিগ্রস্ড় হয়[৩০]।

24
25 See boxed text: Assessing the Numbers of Climate Displaced People in Bangladesh.
26 Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, September 2009, supra n25, p11.
27 ibid
২৮ Ibid
২৯ Ibid,p7.
৩০ Ibib.
Ibid, p8.

নদী ভাঙ্গন

বাংলাদেশের মূল জনপদে স্থানচ্যুতির প্রধান কারণ নদী ভাঙ্গন[৩১]। দুর্বল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কারণে ঘন ঘন নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় নদী ভাঙ্গন দেখা দেয়। বাংলাদেশের সাথে ভারতের অনেক নদীর আন্তসংযোগ রয়েছে এবং ভারতীয় নদী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উজানের পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব না নেওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বন্যার সৃষ্টি হয়[৩২] ।

সরকারের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনের ফলে সহস্রাধিক হেক্টর পাবনভূমি নষ্ট হয় এবং ফলশ্রুতিতে সহস্রাধিক মানুষ ঘর ও ভূমি হারায়।

পাবনভূমি নষ্টের সাথে সাথে বাংলাদেশ প্রতি বছর অসংখ্য কিলোমিটারের সড়ক, রেললাইন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেমন: চাঁদপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর নদী ভাঙ্গনের হুমকির মুখোমুখি[৩৩]। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, 'প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে উক্ত এলাকা সমূহের ৭০% এর বেশী অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমিহীন হয়[৩৪]।

মূল ভূখন্ডে নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির পাশাপাশি অন্যান্য প্রভাব সমূহ দেখা যায় :

- সহস্রাধিক হেক্টরের কৃষি ভূমি বিনষ্ট হয়
- ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি হারায়
- প্রচুর হতাহত হয়
- অর্থনৈতিক উৎপাদন, শিক্ষা, যোগাযোগ ও পয়:নিস্কাশন সুবিধা হারায়

Photo : Displace ment Solutions, November2011

বন্যা

মূল ভূখন্ডে স্থানচ্যুতি অন্যতম কারণ হচ্ছে বন্যা। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ হওয়ায় বন্যার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে পরিচিত এবং প্রতি বছর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকা বন্যার পানিতে নিমজ্জিত থাকে[৩৫]।

মূল ভূখন্ডে বন্যার ফলে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ:

- বসতবাড়ী, সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষয় ক্ষতি
- কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, সাথে ফসলের উৎপাদন হ্রাস
- জীবন-জীবিকার বিপর্যয়[৩৬]

২.২ বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ভবিষ্যৎ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ অনেক বেশী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন : বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং নদী ভাঙ্গনে স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে[৩৭] ।

---

[৩১] "Around one million people have been rendered homeless due to river erosion in the mainland river basins over the last three decades, as the Brahmaputra-Jamuna continues to widen because of obstruction from upstream sediment and poor downstream erosion management. Official statistics show that the Brahmaputra-Jamuna, a major river system in Bangladesh, has widened by 11.8 km...eroding about 87,790 hectares of land. (CEGIS, 2006)", see Climate Refugees in Bangladesh -Answering the Basics: The Where, How, Who and How Many, supra n17.

[৩২] Human Security in Bangladesh, supra n15.

[৩৩] The major rivers such as the lamuna, Ganges and Padma annually consume several thousand hectares of floodplain making thousands of people landless and homeless every year", see: Bangladesh Water Development Board, webpage on Erosion: http://www.bwdb.gov.bd/index.php?option=com content&view=article&id=179&Itemid=148.

[৩৪] Abrar CR and Azad SN, Coping with Displacement: Riverbank Erosion in Northwest Bangladesh, RMMRU, RDRS, North Bengal Institute, 2003" cited in Human Security in Bangladesh, supra n15.

[৩৫] Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, September 2009, supra n25, p8

[৩৬] Ibid, pp7-9

[৩৭] Ibid, p14.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমগ্র পৃথিবীতে নিম্নোক্ত প্রভাব সমূহ পরিলক্ষিত হচ্ছে[৩৮] :

- বৃষ্টিপাতের তারতম্য
- আকস্মিক ও ব্যাপক এলাকা জুড়ে বন্যা
- হিমবাহ ও বরফের দ্রুত গলন
- খরার মাত্রা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি
- ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বৃদ্ধি
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
- জলোচ্ছাসের মাত্রা ও উচ্চতা বৃদ্ধি
- ভূখন্ডে বৃষ্টিপাত এবং শক্তিশালী ঝড়ের মাত্রা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৮০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ১৩% এলাকা নিমজ্জিত হবে[৩৯]। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, "সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিমজ্জিত হয়ে প্রায় ২৫-৩০ মিলিয়ন মানুষ স্থানচ্যুত হবে"[৪০]।

বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা নির্ধারণ অত্যন্ড় জটিল কাজ এবং এটি পরিমাপ করতে বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তবে স্থানচ্যুতির যেসব কারণ রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসবের মাত্রা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এটি সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির সংখ্যা ভবিষ্যৎবাণী করা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ জটিল হলেও স্থানচ্যুত মানুষের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার ভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২.২.১ উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ভবিষ্যৎ

সমুদ্রস্ফীতি

উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রস্ফীতি স্থানচ্যুতির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রস্ফীতির ফলে উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলো সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রস্ফীতির ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। ভবিষ্যতে উপকূলীয় বেড়িবাঁধের ভাঙ্গনে কৃষি ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

---

[৩৮] See Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II: Impacts, Adaption and Vulnerability, Fourth Assessment Report: Climate Change 2007, available at: http://www.ipcc.ch/publications and data/ar4/wg2/en/ch19s19-3-6.html.

[৩৯] James Pender, Community-led Adaptation in Bangladesh, Forced Migration Review 31 (2008), p54, citing research by the UK Institute of Development Studies, available at: http://www.ids.ac.uk/climatechange/orchid.

[৪০] Statement by His Excellency Dr. Fakhruddin Ahmed, Honorable Chief Adviser of the Government of the People's Republic of Bangladesh at the High-level Event on Climate Change, New York, 24 September 2007, http://www.un.int/wcm/content/site/bangladesh/pid/8224.

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে এই সমস্যাগুলো আরো প্রকট হচ্ছে। বর্তমানে এটি স্থানচ্যুতির অন্যতম কারণ হলেও এর মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এটিও প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে আবাসন, ভূমি, সম্পত্তি ও অবকাঠামোসহ হতাহতের পরিমাণ বৃদ্ধি, গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রাণহানী এবং কৃষি ও জীবিকার ক্ষতি হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে।

২.২.২. মূল ভূখন্ডে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ভবিষ্যৎ

নদী ভাঙ্গন

পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার উজানে প্রবল ও দীর্ঘমেয়াদী বৃষ্টিপাতের কারণে নদী ভাঙ্গনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। নদী ভাঙ্গন বাংলাদেশের মূল জনপদে স্থানচ্যুতির প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত। উপরন্তু এটি নদীতীরের ক্ষয়, ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির সাথে সাথে হাজার হাজার হেক্টর কৃষি ভূমির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

বন্যা

ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে বন্যার সৃষ্টি হয় ও বাঁধের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। যার ফলে শহরে ও গ্রামে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। নদী অববাহিকায় পলির স্তর বৃদ্ধি পেয়ে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়ে বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। হিমালয়ে বরফ গলনের ফলে শুষ্ক মৌসুমেও নদীতে পানির পরিমাণ বেশি হতে পারে এবং হিমবাহ নিঃশেষ হয়ে গেলে নদীতে লবণাক্ততাও বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে বন্যা মূল ভূখন্ডে স্থানচ্যুতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত। তবে হিমালয়ের বরফ গলনের সাথে বর্ষায় বৃষ্টিপাতের মাত্রা বৃদ্ধি ও প্রবল হওয়াতে নদীর প্রবাহ পরিবর্তিত হয়, যা বাংলাদেশের স্থানচ্যুতির উলেখযোগ্য কারণ হতে পারে।

২.২.৩ জলবায়ু স্থানচ্যুতির অন্যান্য কারণসমূহ

খরা

অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরার সৃষ্টি হয়। বিশেষত বাংলাদেশে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। খরা ফসল উৎপাদন হ্রাস ও জীবিকার মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে[৪১]।

বর্তমানে খরাকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। যদিও বা বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তনের ফলে খরার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে যা বাংলাদেশে উলেখযোগ্যভাবে স্থানচ্যুতির কারণ হতে পারে।

ভূমিধ্বস

অধিক বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ঘন ঘন ও ব্যাপক ভূমিধ্বস ঘটায়। ভূমিধ্বস কৃষি ও জীবন-জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করা ছাড়াও আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বর্তমানে ভূমিধ্বসকে স্থানচ্যুতির কারণ হিসাবে গণ্য করা হয় না। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এর মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে পাহাড়ি অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হবে।

---

[৪১] Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, September 2009, supra n25, p13.

২.২.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানচ্যুতির ফলে সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় এলাকার মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছে। তাছাড়াও মানুষের স্থানচ্যুত হওয়ার আরো কিছু কারণ আছে যা নিম্নে উলেখ করা হলো ;

নগরায়ন

বাংলাদেশের ৬০% লোক তাদের জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল[৪২] এবং অনেক ক্ষেত্রে আবাদী জমি ও খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের গ্রামের বসতবাড়ি ত্যাগ করে শহরের বস্তিগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান নগরায়ন বাংলাদেশের জনবহুল শহরগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করছে, বিশেষত রাজধানী ঢাকার উপর[৪৩]। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং অপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা জীবনযাত্রার মান হ্রাস এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। বস্তিবাসীরা তাদের মৌলিক চাহিদা সমূহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন: পর্যাপ্ত আবাসন, বিশুদ্ধ পানি, শৌচব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি[৪৪]। প্রায় ৮০% বস্ড়ি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত। মৌলিক সেবা পৌঁছানো এসব বস্তিতে একেবারেই অসম্ভব। সেই সাথে বস্তিবাসীরা সন্ত্রাস, অপরাধী, ভূমি দস্যু এবং দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশের কাছে জিম্মি থাকে[৪৫]। জলবায়ু স্থানচ্যুতির ফলে নগরের উপর চাপ সৃষ্টির কারণে এই সমস্যাগুলো আরো প্রকট হচ্ছে।

অধিক বৃষ্টিপাতের প্রভাব শহর অঞ্চলে বেশি অনুভূত হয়। কারণ, সেখানে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা একটি বড় সমস্যা এবং বর্ষা মৌসুমে পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। বন্যা পানিবাহিত রোগ সৃষ্টি এবং পানির সরবরাহ দূষিত করে। রাজধানী ঢাকার অবস্থান তুলনামূলকভাবে নিচু ও অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে বন্যার জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সমুদ্রস্ফীতি এই মহানগরীকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে[৪৬]।

ছিন্নমূল বস্তিবাসিরা তাদের বর্তমান অবস্থানেও স্থানচ্যুতির ঝুঁকিতে রয়েছে। যেমন: প্রভাবশালী কর্তৃক জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং অগ্নিকান্ড। বাধ্য হয়ে উচ্ছেদ হওয়া বস্ড়িবাসিরা মাঝেমধ্যেই স্থানীয় মানুষ, পুলিশ ও সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সহিংসতায় লিপ্ত হয়[৪৭]।

স্বাস্থ্য ঝুঁকি

দেশের দুর্বল জনস্বাস্থ্য অবকাঠামোর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া ইতিমধ্যে দুরূহ হয়ে পড়েছে এবং জনস্বাস্থ্য সেবাও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন[৪৮]। উষ্ণ ও অধিক আদ্র আবহাওয়া রোগের সংক্রমনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়, এই ক্ষেত্রে দরিদ্ররা রোগে আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। উপরন্তু জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ সাধারণত অব্যবহৃত ভূমি ও সরকারি ভূমিতে অবৈধভাবে বসবাস করে, যা দুর্গম এলাকা বলে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগণ পুনরায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে[৪৯]।

---

[৪২] Fifty-five percent of working-age individuals depend on agriculture as their point of income, see World Food Programme, Food Security Atlas: Bangladesh - Livelihoods, available at: http://foodsecurityatlas.org/bgd/country/access/livelihoods.

[৪৩] Up to 40 percent of Dhaka's population of 13 million people are currently living in slums, Displacement with Dignity: International Law and Policy Responses to Climate Change Migration and Security in Bangladesh, supra n7, p 10.

[৪৪] Shahadat Hossein, Rapid Urban Growth and Poverty in Dhaka City, Bangladesh e-Journal of Sociology 5 (2008), cited in ibid, p16.1, 19.

[৪৫] The World Bank Office (Dhaka), Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor, Bangladesh Development Series Paper No. 17, June 2007, citing IGED, Survey of Slums, (2005).

[৪৬] UN Habitat, "Case Study: Dhaka's Vulnerability to Climate Change", p in UN Habitat, State of the World's Cities 2008/2009.

[৪৭] Displacement with Dignity: International Law and Policy Responses to Climate Change Migration and Security in Bangladesh, supra n7, p16

[৪৮] Government of the People's Republic of Bangladesh, National Adaptation Programme of Action (2005), p15.

[৪৯] However, note that the National Adaptation Programme of Action states "Changes in infectious disease are less certain as the causes of outbreaks of infectious disease are quite complex and often do not have a simple relationship with increasing temperature or change in precipitation" ibid, p15.

জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তা

জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলে আলোচিত হচ্ছে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার মিঃ এন্টোনিও গুটার্স সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এক বক্তব্যে বলেছেন *"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং বৈশ্বিক ভারসাম্য হারানোর যে প্রভাব তা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ"* [৫০]।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্পর্ক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, *"বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্থানচ্যুত ১ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে বাংলাদেশের রয়েছে ৩০ মিলিয়ন মানুষ। যা সামাজিক বিশৃংখলা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আন্তসীমান্ত দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ সৃষ্টি করছে"*[৫১]।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষেরা বাংলাদেশে যে সকল নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি করছে সেগুলো হল: অপর্যাপ্ত সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব (ভূমিসহ), ইসলামী চরমপন্থা ও মৌলবাদ, দারিদ্রতা, হতাশা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং আশপাশের দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়ার ফলে সৃষ্ট আন্তসীমান্ত দ্বন্দ্ব[৫২]।

জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপত্তা ও স্থানচ্যুতির মধ্যে সরাসরি সমন্বয় সাধন বেশ কঠিন। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার উপর অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়ায় বর্তমানের জরুরী আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির সমস্যার সমাধানে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার যে, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বর্তমানের বিরাজমান স্থানচ্যুতির সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই সংগঠিত হচ্ছে নাকি প্রাকৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, দারিদ্রতা, হতাশা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে হচ্ছে।

---

[৫০] Statement by Mr. AntBnio Guterres, supra n1.

[৫১] Hasina Highlights Unfortunate Plight of Climate Migrants, The New Nation, 25 September 2030, available at: http://www.highbeam.com/doc/1G1-237905607.html.

[৫২] See: Displacement with Dignity: International Law and Policy Responses to Climate Change Migration and Security in Bangladesh, supra n7, p21.

অধ্যায়- ৩
বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত নীতিমালা

৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা

৩.১.১ সরকারের অভিযোজন নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার অভিযোজনের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে মতামত ব্যক্ত করেছে
"এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে এবং এর নাগরিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। জলবায়ু অভিঘাত থেকে সাধারণ মানুষদের রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ....."[৫৩] ।

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের লক্ষে দুইটি মূল পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে :

- বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচী (NAPA, ২০০৫)

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP, ২০০৯)

জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচী (NAPA, ২০০৫)

২০০৫ সালে বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচী প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বিষয়টির তত্ত্বাবধানে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি নিয়োজিত ছিল, যে কমিটির নেতৃত্বে ছিল বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়[৫৪] । অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা এই কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করে[৫৫] ।

বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ যেমন: সরকারের নীতিনির্ধারক, স্থানীয় সরকারি প্রতিনিধি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সদস্য, গবেষক, শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, আদিবাসী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম কর্মী এনজিও, সি.বি.ও প্রতিনিধি, আদিবাসী নারীসহ সবার মতামতের ভিত্তিতে NAPA তৈরী করা হয়[৫৬]। ২০০৫ সালের NAPA-তে বলা হয়: দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, নিম্নমানের সামাজিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিমাত্রার নির্ভরশীলতার কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ[৫৭]।

জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচী (NAPA, ২০০৫)-এ জলবায়ু স্থান পরিবর্তনের সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রভাব চিহ্নিত করা হয়:

- শুষ্ক মৌসুমে উচ্চ বাষ্পায়ন ও স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে সুপেয় পানির অভাব
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে পানি নিষ্কাশনে সমস্যা
- নদী ভাঙ্গন
- ঘন ঘন বন্যা এবং বিশাল এলাকা জুড়ে প্রলম্বিত খরা
- উপকূলীয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্ত পানি এবং মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী জনগণ অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি বিপদাপন্ন[৫৮]

[৫৩] Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, supra n25, pXVII.
[৫৪] The National Adaptation Programme of Action (NAPA) for Bangladesh has been prepared...as a response to the decision of the Seventh Session of the Conference of the Parties (COP7) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The preparation process has followed the generic guiding principles outlined in the NAPA Annotated Guideline", National Adaptation Programme of Action (2005), supra n55, Foreword.
[৫৫] Ibid.
[৫৬] Ibid.
[৫৭] Ibid, Executive Summary.
[৫৮] Ibid.

NAPA জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রভাবের সাথে অভিবাসনও যে অন্যতম তা সনাক্ত করেছে। তবে এই প্রভাবকে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ এই প্রতিবেদনে একটি প্রকল্প " উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল উৎপাদনে অভিযোজন"-এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল বিশেষণ করে ব্যাখা করা হয়েছে যে "ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকার খোঁজে শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হবে না এবং শহরমুখী এই বিশাল অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর যে সামাজিক প্রভাব তা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা সম্ভব হবে। "আরো একটি প্রকল্প, আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যা সহিষ্ণু কৃষি পদ্ধতির অভিযোজন প্রক্রিয়া"[৫৯] প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলে বলা হয় "এর ফলে মানুষগুলো কৃষিকাজ অব্যাহত রেখে বন্যার পর শহরমুখী না হয়ে সংশিষ্ট এলাকায় থেকে যাওয়ার অবলম্বন পাবে"[৬০]। তথাপি, NAPA জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে স্থানচ্যুতির সম্পর্ক স্পষ্টভাবে উলেখ করেনি। অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিশাল প্রভাব মোকাবেলার ব্যাপারে NAPA-এর কিছু প্রস্তাবনা হল:

- উপকূলীয় বনায়নে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করা
- সমুদ্রস্ফীতির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা মোকাবেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা, অবকাঠামোর নকশা প্রণয়ন, বিরোধ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ও জলাভূমির এলাকাভিত্তিক নকশার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা
- ক্রমবর্ধমান জলবায়ু দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি ও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ক তথ্য সরবরাহ
- বন্যা প্রবণ অঞ্চলে চলমান বন্যা মোকাবেলায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (বিশেষত: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্প) কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও প্রকল্পের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজনের বিষয়টি মূল স্রোতে নিয়ে আসা
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা
- শহুরে অবকাঠামো ও শিল্প স্থাপন এমন ভাবে করতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে
- ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ সহায়ক অভিযোজনে জ্ঞান উন্নয়ন
- খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রজাতির ফসল উৎপাদনের গবেষণাকে উৎসাহিত করা যা ভবিষ্যত অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অভিযোজনে উৎসাহিত করা
- দেশের উত্তর-পূর্ব ও মধ্যবর্তী যে সকল অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয় সেখানেও কৃষি ক্ষেত্রে অভিযোজনের কার্যক্রম হাতে নেয়া
- উত্তর পূর্ব ও মধ্যবর্তী বন্যা প্রবণ অঞ্চলে মৎস্য খাতের অভিযোজনের পদক্ষেপ হিসাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষ শুরু করা যেতে পারে
- উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য প্রজাতির অভিযোজন এর লক্ষে এই অঞ্চলে লবন সহনশীল মাছের চাষ করা
- ক্রমবর্ধমান জলবায়ু দুর্যোগ মোকাবেলায় বীমাসহ অন্যান্য যে সকল জরুরী আপদকালিন প্রস্তুতি রয়েছে সেগুলো যাচাই করে দেখা[৬১]

[৫৯] Ibid, p35-36
[৬০] Ibid, p36
[৬১] Ibid, Executive Summary.

কিন্তু NAPA, ২০০৫-এ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সাথে সম্পৃক্ত কোন অভিযোজন কার্যক্রম বা নীতিমালা সুপারিশ করেনি এবং স্থানচ্যুতিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। পরিতাপের বিষয় হল, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যাগুলো সমাধানের অধিকার ভিত্তিক কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP)

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রকাশ করে[৬২]। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনোত্তর সরকার ভবিষ্যতের জন্য মানবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এই কৌশলপত্র হালনাগাদ করেন যা ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়[৬৩]। ২০০৯ সালের BCCSAP- তে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দেশের সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য দশ বছরের কার্যক্রমে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়[৬৪]।

BCCSAP, ২০০৯-এ স্বীকার করা হয়েছে যে, বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্থানচ্যুতির জন্য দায়ী, সেগুলো হল: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন ও খরা। আরো উলেখযোগ্য যে, NAPA, ২০০৫-এর তুলনায় BCCSAP, ২০০৯-এ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্থানচ্যুতির সরাসরি সম্পর্ক দেখানো হয়েছে[৬৫]।

BCCSAP, ২০০৯-এ বলা হয়েছে যে, নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি ও উপকূলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে লক্ষাধিক লোক স্থানচ্যুত হবে এবং যদি বর্তমানের চেয়ে বেশি মাত্রায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে তা হলে পুরানো ও নতুন উপকূলীয় বেড়িবাঁধগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে। ফলে ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ লোক ২০৫০ সাল নাগাদ স্থানচ্যুত হবে এবং তাদের অন্যত্র স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে[৬৬]।

বিশেষভাবে এই BCCSAP, ২০০৯-এ বলা হয়েছে যে "এটি দৃশ্যমান যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে যে তাদের আবাসস্থল থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবে----, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর দেশের ভেতর ও অন্যদেশে অভিবাসনের যে প্রক্রিয়া তা কঠোরভাবে মনিটরিং করা উচিত--- এবং তাদের সঠিক পুনর্বাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যাপ্ত সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত"[৬৭]।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ কৌশলপত্রে বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সঠিক চিত্রটি উঠে আসেনি। প্রথমত, BCCSAP, ২০০৯-এ জলবায়ু স্থানচ্যুতি পরিবর্তন ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে , কিন্তু এই প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে যে জলবায়ু স্থানচ্যুতি বাংলাদেশের প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, BCCSAP, ২০০৯-তে বলা হয়েছে যে নদী ভাঙ্গন ও উপকূলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে 'হাজার হাজার লোক স্থানচ্যুত হতে পারে"। তবে এ.সি.আর. এবং ইপসার সমীক্ষায় পাওয়া গেছে , হাজার হাজার নয়, ইতিমধ্যে লক্ষাধিক মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে। তৃতীয়ত, BCCSAP, ২০০৯-তে আরো দেখানো হয়েছে যে, ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ লোক স্থানচ্যুত হতে পারে "যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার বর্তমানে যা ধারণা করা হয়েছে তার থেকে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়"। এখানেও বলা যায় যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছে।

---

[৬২] The BCCSAP was created in support of the Bali Action Plan developed at the UNFCCC COP13 in 2007, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, supra n25, p2.
[৬৩] Ibid, Foreword.
[৬৪] Ibid.
[৬৫] Ibid, pXVII.
[৬৬] Ibid,
[৬৭] Ibid, p1
[৬৬] Ibid,p59

বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির যে পরিস্থিতি, তাকে কম গুরুত্বের সাথে উপস্থাপনের কারণ হল এই BCCSAP, ২০০৯-এ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত স্থানচ্যুতির জন্য কোন নীতিমালার কথা বলা হয়নি। এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, প্রায় ৬০ হতে ৮০ লক্ষ লোক সমুদ্রস্ফীতির ফলে স্থানচ্যুত হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হতে পারে। তবে স্থানচ্যুত নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর ন্যুনতম আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির যে মৌলিক অধিকারের বিষয়টিও এখানেও অনুপস্থিত। উপরন্তু এখানে এটা বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে অভিবাসন প্রক্রিয়া সেটাকে কঠোরভাবে মনিটরিং করা উচিত এবং যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে এবং কোথায় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা করা হবে সেই ব্যাপারে BCCSAP, ২০০৯ -এ কোন প্রস্তাব করা হয়নি।

BCCSAP, ২০০৯-এ গুরুত্বের সাথে জলবায়ু স্থানচ্যুতির উপর বিশেষভাবে মনিটরিং এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং যথাযথ পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর উপর। এটি অনিবার্য যে, উলেখিত মন্ত্রণালয়গুলো স্বচ্ছ ও কার্যকর মনিটরিং পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের স্থায়ী ও যথাযথ পুনর্বাসন এর লক্ষে কার্যকর পুনর্বাসন ও স্থানান্তর নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যক্রম শুরু করবে।

BCCSAP, ২০০৯-তে আলোকপাত করা হয়েছে যে, "জলবায়ুর পরিবর্তন সমাজের অতি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে---- এই জন্য এমন সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে যাতে করে তারা রক্ষা পায় এবং এই বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ আবাসন, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য সেবাসহ বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজন মেটায়"। এই বক্তব্যটির মাধ্যমে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমাজের অতি দরিদ্র গোষ্ঠীর ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। সেই সাথে সরকারের অভিযোজন নীতিমালায় এদের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত BCCSAP, ২০০৯ -এ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আবাস এর জন্য কোন প্রকল্প বা নীতিমালা সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়নি যাতে তারা কাজ করতে পারে।

৩.১.২ সরকারি নীতিমালার বর্তমান অগ্রগতি

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিবেচনায় ধারণা পাওয়া যায় যে সরকার জলবায়ু স্থানচ্যুতিকে ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। কিন্তু এই গুরুত্ব মূলত জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষকে 'জলবায়ু উদ্বাস্তু' হিসেবে স্বীকৃতি ও অন্যান্য দেশে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত যা নিয়ে বির্তক রয়েছে[৬৮]।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০০৮ সালে বলেন "জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ২০ লক্ষ মানুষ আগামী ৪০ বছরের মধ্যে দেশান্ড়রী হতে বাধ্য হবে এবং ব্রিটেন ও অন্যান্য ধনী দেশগুলোর এসব লক্ষ লক্ষ স্থানচ্যুত মানুষদেরকে গ্রহণ করা উচিত"[৬৯]। বিশেষ করে তিনি জাতিসংঘকে বর্তমানের আন্তর্জাতিক আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর সমান সুরক্ষা প্রদান করার জন্য আহবান করেন[৭০]। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: দীপুমনি ও বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের "জলবায়ু উদ্বাস্তু" স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ডারবান সম্মেলনে (COP-১৭) জোরালোভাবে দাবী উত্থাপন করেন[৭১]।

---

[৬৮] For a discussion of the distinction under international law between climate displaced people and climate refugees, see Section 4: The International Normative Framework.

[৬৯] The Guardian, "UK should open borders to climate refugees, says Bangladeshi minister", 4 December, 2008 available at: http://www.guardian.co.uk(environment/2009/nov/30/rich-west-climate-change.

[৭০] Ibid.

[৭১] All Headline News, Climate-vulnerable nations to seek aid for 'climate refugees', 1 November 2011, available at: http://www.allheadlinenews.com/articles/90063897? Climatevuinerable%20nations%20to%20seek%20aid%20for%20.

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক ফোরাম Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর চেয়ারপারসান হিসেবে বাংলাদেশ গুরুত্বের সাথে 'জলবায়ু উদ্বাস্তু' বিষয়টিকে ডারবান সম্মেলন (COP-১৭) এ উপস্থাপন করে[৭২]। ২০১১ সালের নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Climate Vulnerable Forum (CVF) এর মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় বলা হয়েছে যে, *"অভিবাসন একটি ভালো অভিযোজন পন্থা, যাতে করে মানুষ এই সব ঝুঁকিপূর্ণ দুর্গত এলাকায় বাস করতে বাধ্য না হয় এবং স্থানচ্যুতির ঝুঁকি মানিয়ে নিতে পারে, তদুপরি একটি সুসংহত নীতিমালা দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দিতে সক্ষম হবে। এর ফলে স্থানচ্যুত মানুষেরা টেকসই জীবিকার সুযোগ পেতে সক্ষম হবে"*[৭৩]।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের জলবায়ু উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকৃতি বেশ কিছু কারণে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। প্রথমত বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত লোকজন "উদ্বাস্তু" হিসেবে আদৌ স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য কিনা বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা যথেষ্ট বিতর্কিত ও অস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এটা বলা যায় যে, রাজনৈতিক কারণে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোর মধ্যে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। দ্বিতীয়ত: জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আন্তর্জাতিকভাবে পুনর্বাসনের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ভিত্তিক সমস্যা সমাধানে আধুনিক ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের সুযোগ সীমিত হলেও বাংলাদেশেই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য সত্যিকারের স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের উদ্যোগ রয়েছে। কারণ এখানে পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট পরিমান সরকারী খাস ভূমির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি- এ কার্যক্রমকে সত্যিকারের স্থায়ী সমাধানে সাহায্য করে। তৃতীয়ত: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের দেশের সীমানা পেরিয়ে পুনর্বাসনে সাহায্য করবে কিনা এই বির্তকটি আন্তর্জাতিক মহলের বাংলাদেশ সরকারকে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যার সমাধানের জন্য প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করার যে প্রয়োজনীয়তা ও দায়বদ্ধতা সেখান থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে।

এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের "জলবায়ু উদ্বাস্তু" স্বীকৃতি দিয়ে তাদের গ্রহণ করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নৈতিক বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে সুপারিশ করছে না[৭৪]। বরং এই প্রতিবেদনে সকল মতামত চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোর সংস্কারের জন্য গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য স্থায়ী ও অধিকার ভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

৩.২ বাংলাদেশে সুশীল সমাজের ভূমিকা

বাংলাদেশে শক্তিশালী ও সুদক্ষ সুশীল সমাজ বিদ্যমান। সরকারের জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের সংগঠনের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার নতুন ও কার্যকর সমাধানের জন্য বাংলাদেশে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি খুবই জরুরী।

---

[৭২] Declaration of the Climate Vulnerable Forum, Adopted in Male, Maldives, 10 November 2009, available at: http://daraint.org/wp-content/uploads/2010/12/Declaration-of-the-CVF-FINAL2.pdf

[৭৩] Dhaka Ministerial Declaration of The Climate Vulnerable Forum, Adopted at Dhaka, Bangladesh on 14 November 2011, available at http://daraint.org/wp-content/uploads/2011/11/Dhaka.Declaration.pdf

[৭৪] For example, in calling for recognition under international law of "climate refugees", the Bangladeshi Junior Minister for Environment and Forests, Dr Hasan Mahmud, stated that "the per capita carbon emission of Bangladesh is much below the level of the developed world, and that developing countries should be compensated for that We're not responsible for climate change", see Climate-vulnerable nations to seek aid for'climate refugees', 1 November 2011, supra n78.

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান রয়েছে, যা সরকারের কাছে নেই। এই সব সংস্থা জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের দুর্ভোগ এবং পরিসংখ্যান প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশব্যাপী আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারের সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই সংগঠনগুলো জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের এবং দেশের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজ সরকারের জলবায়ু স্থানচ্যুতি এবং আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অগ্রাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নজরদারির দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুশীল সমাজের সংগঠন সমূহের ও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা উচিত যাতে করে কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা পাওয়া যায়। এর ফলে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং এদেশের সুশীল সমাজ স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির বিষয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকে তা থেকে কিছুটা হলেও বাংলাদেশ মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজকে জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই সংগঠন গুলো জনগণকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকার সমূহের ব্যাপারে অবহিত করতে পারে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানে যে সকল সরকারী নীতিমালা ও কাযর্ক্রম আছে সেগুলো সম্পর্কেও জানাতে পারে।

অধ্যায়- ৪
আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামো

৪.১. জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা

৪.১.১. পটভূমি

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মূল্যায়নের জন্য প্রাথমিক যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে স্থানচ্যুতির সম্পর্ক খুঁজে বের করা। এর কারণ হল বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট আন্ড়র্জাতিক অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু বিষয়ক উপকরণ রয়েছে যার সাথে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রমশ: স্থানচ্যুতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনই যে এ পরিবর্তনের একমাত্র নিয়ামক সেটা বলাও কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনভাবেই বাংলাদেশের কাছে নতুন কোন বিষয় নয়, সংগঠিত এই দুর্যোগ গুলোর মধ্যে কোনটি সাধারণভাবে ঘটছে বা কোনটি জলবায়ু পরিবর্তন ঘটিত তা আলাদা করা কঠিন। এখানে যারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানচ্যুতি তা আলাদা আলাদা করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা জাতীয় নীতির ক্ষেত্রে হয়তো যুক্তিসংগত নয়। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বিদ্যমান দারিদ্রতা, অনুন্নয়ন, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা এবং জনসংখ্যার চাপ প্রভৃতি সমস্যাকে তরান্বিত করছে[৭৫]।

জলবায়ু পরিবর্তনকে স্থানচ্যুতির প্রাথমিক কারণ হিসাবে আলাদা করে দেখা কঠিন হলেও বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতি বৃদ্ধি বা গৃহহীন হওয়া এবং ভূমিহীন হওয়ার অন্যতম কারণ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেটা জোর দিয়েই বলা যায়। তাছাড়াও এটা পরিস্কার যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ সংখ্যা আরো বাড়তে থাকবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরো খারাপ হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়গুলোও জলবায়ু স্থানচ্যুতির হারকে বৃদ্ধি করে। যেমন: বন্যা, খরা, ভূমিধ্বস, উর্বর ভূমি হ্রাস ও জীবিকার ক্ষতি এবং সম্ভাব্য নিরাপত্তা বিষয়। এইসব কারণ জলবায়ু স্থানচ্যুতিকে প্রভাবিত করে।

স্থায়ী ও অস্থায়ী, স্বেচ্ছা ও জোর পূর্বক বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে এবং দেশের বাইরে স্থানচ্যুতি ঘটছে যার ফলশ্রুতিতে জলবায়ু পরিবর্তনে স্থানচ্যুতির বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে।

৪.১.২ বিদ্যমান আদর্শ কাঠামো

আংশিকভাবে বলা যায় যে, জলবায়ু স্থানচ্যুতির কারণ ও সংজ্ঞার ভিন্নতার কারণে আন্তর্জাতিক নির্ধারণকৃত মানসমূহ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের সমস্যার সমন্বিত সমাধান দিতে সক্ষম নয়। এর অন্য কারণ হল, বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক কাঠামোগুলো এই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি আলোচনায় আসার আগেই তৈরি হয়েছে। এর ফলে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের অবস্থা কোনভাবেই বিবেচনায় নেয়া হয়নি। মূলত এই দুইটি কারণে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের বর্তমানের আন্তর্জাতিক কোন সুরক্ষা নীতির আওতায় আনা সম্ভব হয় না।

---

[৭৫] Displacement with Dignity: International Law and Policy Responses to Climate Change Migration and Security in Bangladesh, supra n7.

বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষগুলোর সমস্যা বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার যে কাঠামো রয়েছে এর আওতায় আনা সম্ভব না হওয়ায় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রসঙ্গটি আন্তর্জাতিক শরণার্থী ও অভ্যন্ড়রীণ স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক আইনের ধারার সাথে সম্পর্কিত।

শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা

এটা প্রায়ই ধারণা করা হয় যে, জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইনটি প্রাসঙ্গিক এবং এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের 'জলবায়ু উদ্বাস্তু' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে বিভিন্ন দেশে যেতে সক্ষম হবে এবং সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার পাবে। তবে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তা আজো সুদূর পরাহত।

১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন অনুযায়ী একজন উদ্বাস্তু হলেন তিনি *"----যিনি তার জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা বা নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে অত্যাচারিত হওয়ার ভয় আছে এবং উদ্ভূত ভীতির কারণ হেতু সে নিজ দেশের সুরক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়"*।

ন্যূনতম পক্ষে এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশের একজন জলবায়ু স্থানচ্যুত ব্যক্তিকে অবশ্যই দেশের বাইরে অবস্থান করতে হবে যদি সে নিজেকে উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকৃতি পেতে চায়। তবে তাদের এটাও দেখাতে হবে যে তারা দেশে ফিরে এলে রিফিউজি কনভেনশনের আওতায় সংশিষ্ট কারণ সমূহের (জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, বিশেষ সমাজিক বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সদস্য) পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তীতে তাদের আরো দেখাতে হবে যে, বাংলাদেশের সরকার তাদের বিচার থেকে রক্ষা করতে নিরুপায় বা অক্ষম। তবে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক অভ্যন্তরীণ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের ক্ষেত্রে রিফিউজি কনভেনশনটি প্রযোজ্য হবে না। কারণ রিফিউজি কনভেনশনটি জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়টি জোড়ালোভাবে উঠে আসার বহু দশক আগেই তৈরি করা এবং এই শ্রেণীর লোকদের সুরক্ষা প্রদান করা কোন ভাবেই এই কনভেশনটির উদ্দেশ্য ছিল না।

এই সকল ফাঁক-ফোকরগুলো এখন বিভিন্ন ভাবে আলোচনায় আসছে। এই মর্মে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে রিফিউজি কনভেশনটি সংস্কারের মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা যায়।

অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা

এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্থানচ্যুত বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের অভ্যন্তরেই আবাসস্থলের সন্ধান করছে। জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির দিকনির্দশনামূলক নীতিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতিকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে : *"ব্যক্তি বা একটি সম্প্রদায় যারা বলপূর্বক বা পালিয়ে যেতে বা তাদের আবাসস্থল ছেড়ে যেতে বা যেখানে তারা বাস করতে অভ্যস্ত তা ছাড়তে বাধ্য হয়। এছাড়া কোন বিশেষ বন্ধন এড়ানোর জন্য, সহিংসতা এড়ানোর জন্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন বা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলস্বরূপ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দেশের অভ্যন্তরেই নিজস্ব আবাসস্থল ত্যাগ করে"*[৭৬]।

জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ নির্দেশনামূলক নীতিমালাটি অনুসরণ করা যদিও বাধ্যতামূলক নয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সুরক্ষা বিষয়ক আইনের ধারার সাথে এর সাদৃশ্যতা রয়েছে। এই সব আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জলবায়ু স্থানচ্যুতি বন্ধে প্রচেষ্টা গ্রহণ, স্থানচ্যুতদের চাহিদা ভিত্তিক সাড়া প্রদান এবং তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগ নেয়া[৭৭]।

[৭৬] Guiding Principles on Internal Displacement, 22 July 1998, E/CN. 4/1998/53/Add.2, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3c3da07f7.html.
[৭৭] ibid

উল্লেখিত নীতিমালাসমূহের আলোকে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষেরা নিম্নোক্ত অধিকার সংরক্ষণ করে:

- দেশের অভ্যন্তরে স্থানচ্যুত মানুষেরা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনের অধীনে দেশের অন্যান্য মানুষের মত স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করবে। স্থানচ্যুত হিসাবে তাদের কোনভাবেই বৈষম্য দেখানো বা তাদের স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না[৭৮]
- অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা প্রদানের প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের[৭৯]
- অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত সকল মানুষের যথাযথ ও পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকার আছে[৮০]
- অন্ততপক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতদের বৈষম্যহীনভাবে উলেখিত বিষয়ে নিরাপদ ভাবে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি নিশ্চিত করবে, যেমন: ক. প্রয়োজনীয় খাদ্য ও খাবার পানি, খ . মৌলিক আশ্রয় ও আবাস, গ. অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সেবা ও পয়:নিষ্কাশন সুবিধা[৮১]

জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির নীতিমালাটি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষায় কার্যকরী হলেও তা পালনে বাংলাদেশ সরকার আইনত বাধ্য নয়।

৪.১.৩ মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদন্ড

উদ্বাস্তু স্বীকৃতি বা স্থানচ্যুতি কোনটিই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের সুষমভাবে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না বা বাংলাদেশ সরকার সেগুলো নিশ্চিত করতে বাধ্য নয়। জলবায়ু স্থানচ্যুতির কারণ স্থায়ী বা অস্থায়ী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার সুরক্ষায় আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের যে সম্পর্ক সেটা আন্তর্জাতিক মহল আরো নিবিড়ভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০০৭ সাল থেকে জলবায়ু স্থানচ্যুতি ও মানবাধিকারের মধ্যে সংশিষ্টতা খোঁজার প্রয়াস চলছে। ২০০৯ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন (OHCHR) জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার সম্পর্কের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে[৮২]।

জলবায়ু স্থানচ্যুতির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় OHCHR-এর প্রতিবেদনটিতে নিম্নে উলেখিত মানবাধিকারগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হতে পারে বলে ধারণা করা হয় :

- জীবনের অধিকার
- পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার
- নিরাপদ পানির অধিকার
- স্বাস্থ্যের অধিকার
- পর্যাপ্ত বাসস্থানের অধিকার
- আত্মমর্যাদার অধিকার

---

[৭৮] Ibid.
[৭৯] Ibid, Principle 1.
[৮০] Ibid, Principle 3.
[৮১] Ibid, Principle 18.
[৮২] UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights, 15 January 2009, UN Doc. A/HRC/10/61.

এই প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে: *"দেশের সীমানার মধ্যে স্থানচ্যুত মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং স্থানচ্যুত ব্যক্তির আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশিষ্ট দেশের সরকারের"* [৮৩]।

এই প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য অধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থা নেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: *"জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থা আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাবে। বিভিন্ন শ্রেণী, যেমন: শিশু, নারী, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রাপ্য মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করা ও ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা"* [৮৪]।

বাংলাদেশ বেশকিছু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে সাক্ষর করেছে যা জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করে। সনদগুলো নিচে উলেখ করা হলো:

- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Bangladesh acceded on 5 October 1998);
- The International Covenant on Civil and Political Rights (Bangladesh acceded on 6 September 2000);
- The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Bangladesh acceded on 6 November 1984)
- The Convention on Rights of the Child (Bangladesh ratified on 3 August 1990).

এই আলোকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই বাংলাদেশ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার

এটি স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের কাঠামোতেই নিশ্চিত করে। গত ৫০ বৎসর যাবৎ আন্তর্জাতিক মহলে আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার গুরুত্ব পেয়েছে।

১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার (UDHR) মাধ্যমে আবাসন[৮৫] এবং সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে[৮৬]। আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারগুলো বিভিন্ন মানবাধিকার সনদের ঘোষণা[৮৭] ও অন্যান্য দলিলের মাধ্যমে বারংবার নিশ্চিত করা হয়েছে[৮৮]।

[৮৩] Ibid, para 57
[৮৪] Ibid, para 94
[৮৫] Article 25(1) of the UDHR provides: "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including... housing..."
[৮৬] Article 17 of the UDHR provides: "(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property."
[৮৭] Key HLP provisions occur in Article 5(e)(iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD); Article 27(3) of the Convention on the Rights of the Child (CRC); Article 14(2) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW); the International Covenant on Civil and Political Rights (1966); International Convention Relating to the Status of refugees(1951).
[৮৮] Other HLP provisions are contained in International Labour Organization (ILO) Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples; International Labour Organization (ILO) Convention No. 161 Concerning Occupational Health Services (1985); International Labour Organization (ILO) Convention No. 117 Concerning Social Policy (Basic Aims and Standards) (3962); International Labour Organization (ILO) Convention No. 110 Concerning Plantations (1958); International Labour Organization (ILO) Convention No. 82 Concerning Social Policy (NonMetropolitan Territories) (1947); Declaration on the Right to development (1986); Declaration on Social Progress and Development; The Vancouver Declaration on Human Settlements (1976); and the International Labour Organization Recommendation Concerning Workers' Housing (1961).

বর্তমানে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বেশ কিছু মানদন্ড ও দলিলপত্র রয়েছে। যেমন: জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির গৃহীত পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকার বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য-৪[৮৯], উলেখিত জোরপূর্বক উচ্ছেদের বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য-৭[৯০], অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার নির্দেশক নীতিমালা এবং শরণার্থীদের আবাসন এবং সম্পদ পুনঃপ্রাপ্তির বিষয়ের নীতিমালা [৯১]।

বিদ্যমান সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও আইনি ধারাসমূহের আওতায় বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি পৃথক কমিটি/ বিভাগ গঠন করা যায়।

আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি বিষয়ক যত আন্তর্জাতিক আইন সমূহ আছে, বাংলাদেশ সরকার এগুলোতে স্বাক্ষর করায় নিম্নলিখিত অধিকার প্রতিষ্ঠায় দায়বদ্ধতা রয়েছে :

- পর্যাপ্ত আবাসন ও বসবাসের অধিকার
- ভূমি ভোগ দখলের অধিকার
- জোরপূর্বক উচ্ছেদ না হওয়ার অধিকার
- সম্পত্তির অধিকার এবং শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করার সুযোগ
- স্বকীয়তা বজায় রাখার অধিকার
- জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির ফলস্বরূপ আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি পুনঃস্থাপন ও ক্ষতিপূরণের অধিকার
- স্বাধীনভাবে চলাচল ও পছন্দমত আবাসন বেছে নেওয়ার অধিকার
- রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার
- তথ্য প্রাপ্তির অধিকার
- বৈষম্যমুক্ত থাকার অধিকার
- সকল স্থানে প্রবেশ ও অংশগ্রহণের অধিকার
- নিরাপদ পানি পাওয়ার অধিকার
- জ্বালানী ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি

বাংলাদেশের সকল জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের এইসব অধিকার ভোগ করার অধিকার আছে এবং দেশের সরকারের কাছে এসব অধিকার দাবী করতে পারে। এই সকল অধিকারের মধ্যে পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যন্ত স্বীকৃত।

[৮৯] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 4; The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13 December 1991 U.N. Doc. E/1992/23.

[৯০] General Comment No. 7: The right to adequate: forced evictions housing (Art. il(1) of the Covenant), 20 May 1997, UN Doc. E/1998/22.

[৯১] UN Commission on Human Rights, Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission resolution 1997/39. Addendum: Guiding Principles on Internal Displacement,11 February 1998, UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2. b4

১৯৯১ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি গৃহীত "পর্যাপ্ত আবাসনের অধিকার বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য- ৪" এ পর্যাপ্ত আবাসন বলতে, নিম্নবর্ণিত ৭টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে[৯২] :

- ভোগ দখলের আইনি সুরক্ষা
- সহজলভ্য সেবা, উপকরণের সুবিধা এবং পরিকাঠামো
- আবাসনের অবস্থান
- আবাসযোগ্যতা
- ক্রয়ক্ষমতা
- অভিগম্যতা
- সংস্কৃতি চর্চা

সাধারণ মন্তব্য-৪ এ আরো বলা আছে যে, পর্যাপ্ত আবাসনকে খুবই ক্ষুদ্র বা ছোট বিষয় হিসাবে দেখার উপায় নেই। একে কেবল ভোগ্য পণ্য হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে কেবল মাথা গোঁজার ঠাই হিসাবে দেখা যাবে না, বসবাসের অধিকার হিসেবে দেখা উচিত। বসবাসের অধিকার বলতে সেখানে মর্যাদার সাথে নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাসের অধিকারকে বুঝায়[৯৩]।

আবাসন, ভূমি এবং সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা বৈষম্যমুক্ত থেকে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জলবায়ু স্থানচ্যুতির আলোকে অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষরাই সমাজে সবচেয়ে বেশি বৈষম্য ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে।

সর্বোপরি দেখা যায়, জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষেরা তাদের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি হারিয়ে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই কারণে বাংলাদেশের এ সব অসহায় নাগরিকদের আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার পুন:স্থাপনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

যেহেতু বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব স্বীকার করেছে, তাই সরকার জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর আবাসন, ভূমি এবং সম্পত্তির অধিকার সংশিষ্ট পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা, উপযুক্ত নিরাপত্তা বিষয়গুলোও অন্যান্য নিশ্চিত করবে। অতএব, সরকার দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, আইন ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে যাতে করে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার সংশিষ্ট বিষয়গুলো বৃহৎ পরিসরে গ্রহণ করা যায়। সেই সাথে নীতিমালা ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানচ্যুত সকল মানুষের প্রাপ্য অধিকারগুলো ভোগ করার বাধা দূর হবে।

বাংলাদেশ সরকারের এই আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক নীতিমালার প্রতি সম্মান এবং যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে।

এই অধিকার অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চুক্তি তথা ঘোষণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং সেই সাথে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না যাতে করে এর আইনি ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশকে সামগ্রিকভাবে আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা করতে হবে। আইনের সক্রিয় ও কঠোর প্রয়োগের দ্বারা জোরপূর্বক উচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অধিকার লংঘন থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান ও অন্যান্য মাপকাঠি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অবস্থার মূল্যায়ন করবে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে উক্ত অধিকারগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগ হ্রাসে সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

---

[৯২] UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons, 28 June 2005, UN D.oc. E/CN.4/Sub.2/2t)OS/17.

[৯৩] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. ll (1) of the Covenant), 13 December 1991 U.N. Doc. E/1992/23.

বাংলাদেশ সরকার বাড়িওয়ালা, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মানুষের অধিকার যাতে খর্ব না হয় সে জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। যেমন : জাতীয় আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি কৌশলপত্র, যেখানে স্পষ্টভাবে এই খাতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সম্পদ, স্বল্প ব্যয়ে কার্যকর ব্যবস্থা এবং এর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং সময় সীমা উলেখ থাকবে। এই সব কৌশলপত্র প্রণয়নে অবশ্যই স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত নেয়া প্রয়োজন, সেই সাথে অধিকার বঞ্চিতদের মতামতও এখানে প্রতিফলিত হবে।

অবশেষে, জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রাপ্য আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি ব্যয়, জাতীয় অর্থনীতি, আবাসনে ভর্তুকি কার্যক্রম, সামাজিক সেবা, কর ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারের সাথে বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির সম্পর্ক সুস্পষ্ট- বর্তমানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঘরবাড়ি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে ও জমিজমা হারিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছে। জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের আবাসন, ভূমি এবং সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা, সম্মান প্রদর্শন ও নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের যে আইনী বাধ্যবাধকতা আছে তা জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে আইনগত, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ভবিষ্যতে আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার ভিত্তিক নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা সমাধানের কার্যকর স্থায়ী সমাধান দেয়া যাবে।

Photo: Displacement Solutions, November 2011

অধ্যায়- ৫
সুপারিশ সমূহঃ বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সম্ভাব্য সমাধান

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির ফলে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ লোক স্থানচ্যুত হতে পারে। এখানে গুরুত্বের সাথে উলেখ করা হয়েছে যে অধিকার ভিত্তিক সমাধানের উদ্যোগ শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, বরং বাংলাদেশে এধরনের উদ্যোগের সফল বাস্ড়বায়নের উদাহারণ রয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ বিদেশে গমন না করে দেশের ভেতরই স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের প্রাপ্য অধিকার রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব দেশের সরকারের উপর। আশা করা যায় বাংলাদেশের সকল জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মানবাধিকার রক্ষিত হবে দেশের বর্তমান আইন এবং বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক আইন সমূহ দ্বারা সকল বাংলাদেশীর মানবাধিকারের প্রতি সম্মান ও সুরক্ষার জন্য দেশের সরকারের যে দায়বদ্ধতা তার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশে সক্রিয় এবং শক্তিশালী সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে যেগুলো বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সমাধানের ভুক্তভোগীদের সাথে নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করতে পারে। এই লক্ষ লক্ষ জলবায়ু স্থানচ্যুতদের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রেখে তারা যাতে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে সেই জন্য সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

স্পষ্টতই বলা যায় যে, সমন্বিত পদক্ষেপ ও পর্যাপ্ত সম্পদ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সুদূরপ্রসারি সমাধান বের করা সম্ভব। নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

৫.১ জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়ে সরকার, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি

জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়ে সরকারের উচিত দ্রুততার সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের মাঝে যোগাযোগ ও সমন্বয়কে উৎসাহ প্রদান করা।

বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সমাধানে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সম্পদকে বিবেচনায় নিয়ে নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এগুলো বাস্ড়বায়ন ফলপ্রসু হবে। এ ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সংগঠন সমূহ তাদের অভিজ্ঞতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার ও স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় চিহ্নিত করা উচিত, যার উপর এই বিষয়ে প্রাথমিক যোগাযোগের দায়িত্ব বর্তায়। সরকারের সাথে ভুক্তভোগীদের ও সুশীল সমাজের সমন্বয় ও যোগাযোগ অপরিহার্য। বর্তমানে জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যম নেই। প্রায়শই তারা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছাতেই অনেক বিলম্ব হয় বা প্রসঙ্গটি হারিয়ে যায়। বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় রয়েছে এবং যাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট ভাবে উলেখ করা নেই। ফলশ্রুতিতে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকা পড়ে থাকে। তাছাড়া স্থানচ্যুত মানুষেরা বাংলাদেশের দুর্গম এলাকায় বসবাস করে যেখান থেকে ঢাকার নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না।

৫.২ বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের অধিকারের প্রতি সম্মান ও সুরক্ষা প্রদান করা। তা যে কারণেই বা যে উদ্দেশ্যেই হয়ে থাক না কেন। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে সম্পদের স্বল্পতার বিষয়টি মাথায় রেখে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত বাংলাদেশের সরকারের প্রয়াসকে সমর্থন দেয়া যাতে

করে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের অধিকার রক্ষা করা যায়। এই সমর্থন বিভিন্নভাবে হতে পারে। তবে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য আন্তর্জাতিক পুনর্বাসনের প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন সাহায্যের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম হতে পারে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক অগ্রগতি বেশ আশার সঞ্চার করেছে। COP-১৬ এর ফলাফল হিসাবে গ্রীন ক্লাইমেন্ট ফান্ড তৈরির চুক্তি হয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যমান প্রস্তাব করা হয়, যা দরিদ্র দেশগুলোকে নির্গমন হ্রাস ও অভিযোজনের জন্য তৈরী করা। ডারবানে অনুষ্ঠিত পুরো COP- ১৭ জুড়েই এই ফান্ড এর বিষয়ে[১৪] বিশেষ করে কিভাবে এর অর্থ সংগৃহিত হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়[১৫]। এটি উলেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন তরান্বিত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ জুড়ে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশকে অবশ্যই একটি মন্ত্রণালয় বা দপ্তরকে নির্বাচন করতে হবে যা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়টি সমাধানের কাজ করবে।

৫.৩ জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধানে অধিকার ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন

জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে দ্বৈততা রোধ করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনাটিকে জাতীয় অভিযোজন কৌশলপত্রের সাথে একীভূত করা যেতে পারে।

এই পরিকল্পনার অপরিহার্য বিষয় হবে, জলবায়ু পরিবর্তন জাতীয় পর্যায় থেকে পর্যবেক্ষণ করার উপায় রাখা, যাতে করে এ বিষয় সংক্রান্ত কারণসমুহের উপর তথ্যাবলী থাকে। বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা নিয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই, যা ভাবনার বিষয়। এই বিষয়ে একটি কার্যকর মনিটরিং পদ্ধতি তৈরীর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জলবায়ু স্থানচ্যুতির জন্য সরকারের একটি প্রাথমিক দপ্তর/বিভাগ ঠিক করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের জনগণের অবশ্যই জানা উচিত কোন বিশেষ সংস্থাটি জলবায়ু স্থানচ্যুতদের মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিশেষত তাদের পরিস্কারভাবে জানা উচিত কোন দপ্তর/বিভাগ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অভিবাসন সাহায্য দেবে এবং কোন দপ্তর/বিভাগ তাদের আবাসন, ভূমি ও সম্পদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে এবং রক্ষা করবে। মানবাধিকার সংশিষ্ট আইনসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো হিসেবে কাজ করবে। মানবাধিকার আইনের অধীনে সরকার অবশ্যই বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সমাজকে সর্বাত্মক সুরক্ষা প্রদান করবে।

NAPA এবং BCCSAP তৈরীর পরবর্তীতে জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমাধানে অধিকার ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসহ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সদস্য হিসেবে থাকবে। প্রস্তুতি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, যেমন: পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিনিধি, গবেষক, শিক্ষক এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও জলবায়ু পরিবর্তনে স্থানচ্যুত মানুষের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করতে হবে।

---

১৪ See BBC News, Climate Talks End With Late Deal, 11 December 2011.

১৫ On the Green Climate Fund, Helen Clark, Administrator of the UN Development Programme, stated: "Very little money so far has gone to low come countries because they have no capacity and no plans. There needs to be capacity supplementation to ensure developing countries are ready",see Sunday Tribune, COP17; Agreement may not be Reached, December 8, 2011, available at http:/(www.sundaytribune.co.za/cop17reement-may-not-be-reached-1.1194576.

ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি সংরক্ষণের কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ

জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি সংরক্ষণের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ হলেও, আজ পর্যন্ত এই কার্যক্রম গুলোর অভিজ্ঞতা ভাল নয়। উদাহরণস্বরূপ: কার্টিরেট দ্বীপের মানুষের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও বিতরণ একটি সহজ প্রক্রিয়া হওয়ার কথা থাকলেও সেটা অনভিপ্রেতভাবে জটিল ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যা টেকসই সমাধানের পথে প্রধান বাধা। কিরিবাতি সরকার ফিজিতে তার নাগরিকদের পুনর্বাসনের জন্য ৫০০০ একর জমি ক্রয় করে, কিন্তু কিরিবাতি থেকে অন্য স্বাধীন দেশে স্থানান্ড্র প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘ ও সমাধানের পথ বেশ জটিল।

পুনর্বাসন ও স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সবসময় জটিল এবং সমস্যাসংকুল, তাই মানুষকে অন্যত্র পুনর্বাসন বা স্থানান্তরের চেয়ে নিজের এলাকায় (যেখানে সম্ভব) বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থা করা অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ও টেকসই হবে। ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার বৈশ্বিক প্রচেষ্টাগুলো যাচাই করে ভুল সমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে অন্য দেশের জন্য মডেল হিসেবে উদাহরণ তৈরী করে নিতে পারে। বাংলাদেশ এখন থেকেই যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে সম্ভাব্য দীর্ঘ মেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে উক্ত ভূমিগুলো সাধারণ হস্তান্তর থেকে আলাদা করে নিতে পারে। বাংলাদেশের তাৎক্ষনিকভাবে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্য ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সন্ধান করা উচিত।

বাংলাদেশের খুব দ্রুত ভূমি অধিগ্রহণ সংশিষ্ট আইন ও নীতিমালাগুলি যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। যার লক্ষ হবে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর আবাসনের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে সংরক্ষিত ভূমি অঞ্চল বাড়ানো। বাংলাদেশের ভেতরে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্য সঠিক ভূমি নির্বাচনের লক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যাতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের কারিগরী সহায়তা ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৫.৪. জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংশিষ্ট নীতিমালা ও কার্যক্রমসূমহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত রেখে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশের সরকারের জলবায়ু স্থানচ্যুতি নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্ড়বায়ন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে যে বিষয়টি প্রচলিত তা হল জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমগুলো অস্বচ্ছ ও দুর্নীতির শিকার। দ্রুততার সাথে এই বিষয়গুলোর সমাধান করা খুবই জরুরী।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজ এই ক্ষেত্রে সক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বিশেষত দাতা দেশগুলোর দুর্নীতি দূরীকরণের ও স্বচ্ছতা আনার প্রয়াসগুলোকে সাহায্য করা উচিত। জলবায়ু স্থানচ্যুতির নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল প্রদানই যথেষ্ট নয়। তহবিলের তদারকি বাঞ্চনীয় এবং কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫.৫.জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য আদর্শ গুচ্ছ গ্রামের সম্ভাব্যতা যাচাই

পূর্বে ভূমিহীন মানুষের পুনর্বাসন করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। যেমন: আদর্শ গ্রাম ও আশ্রায়ন প্রকল্প। দেশব্যাপী জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা যেতে পারে। আদর্শ গ্রাম প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছিল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে সরকারী জমিতে পুন:স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা। পুনর্বাসনকারী প্রতিটি পরিবারকে ০.০৮ একর করে আবাসযোগ্য জমি দেয়া হয়েছে, সেই সাথে তাদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন এনজিও-এর সহায়তায় আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা হয়[৯৬]। আশ্রায়ন প্রকল্পগুলো তৈরী করা হয় ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন এবং বন্যার ফলে গৃহহীন মানুষকে দুর্গত অঞ্চল থেকে এনে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের তুলনায় আশ্রায়ন প্রকল্পের লক্ষ ছিল স্থানচ্যুত মানুষদের আশ্রয় প্রদান, ভূমি এবং উপযোগী পরিবেশ দেওয়া যাতে করে মানুষ ও পরিবারগুলো আর্থ সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে[৯৭]।

এই সকল কার্যক্রমগুলো স্বচ্ছতার অভাবে বাধাগ্রস্ড় হয় এবং নতুন এলাকাই টেকসই জীবন জীবিকার বিষয়টিতে যথাযথ মনোনিবেশ না করায় প্রকল্পসমূহের বাস্ড়বায়ন অকার্যকর হয়ে পরে। যাই হোক ভবিষ্যতের জন্য এই সব বিষয়গুলো উদ্বেগের কারণ হবে না যদি সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধান করা হয়। জলবায়ু স্থানচ্যুতদের জন্য যদি একই ধরণের কার্যক্রম পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা ও সচেতনতার সাথে মানুষের জীবিকা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার বিষয়সমূহ মাথায় রেখে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের সমস্যার সমাধানে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্যোগ নেয়া উচিত।

৫.৬ অবিলম্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুর“ করা

বিরাজমান সমস্যার টেকসই সমাধান এর অন্যতম মূল কারণ হতে পারে পর্যাপ্ত ভূমি ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সরকারকে অতি দ্রুত ভূমি ক্রয়, অধিগ্রহণ এবং সংরক্ষনের কাজ হাতে নেওয়া উচিত। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খালি ভূমি বেছে নেয়া, যাতে ভবিষ্যতে জলবায়ু স্থানচ্যুত ব্যক্তি বা তাদের গোষ্ঠী তা ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারকে এখনই দ্রুত সরকারি ভূমির অবস্থা পর্যালোচনা শুরু করা উচিত যাতে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য এসব ভূমিতে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়।

ন্যুনতম পক্ষে এই জমিগুলো যাতে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য দেয়া যায় যেখানে তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর তৈরী করে নিতে পারে। গুচ্ছ গ্রামের আদলে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেখানে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের আবাসন, ভূমি ও যথাযথ জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করা যাবে।

[৯৬] See Adarsha Gram II, Project Details, available at: http :// www.eudelbangladesh.org/en/projects/projectdetails/13.htm
[৯৭] See GOB Project of Bangladesh Goverment, Ashrayan-2 Project, available at: http://www.ashrayanpmo.gov.bd/

৫.৭ কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট গঠনে উৎসাহিত করা

এর মূল লক্ষই হবে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য নতুন ভূমি ও আবাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়ন। কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট নিশ্চিত করবে যে কেউ এককভাবে ট্রাস্টভূক্ত ভূমির অধিকারী হবে না। এটা নিশ্চিত করা যায় যে, ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রাস্টভুক্ত জলবায়ু স্থানচ্যুতরা নতুন জায়গায় চলে গেলে সেখানে নতুন জলবায়ু স্থানচ্যুতরা ভূমি বন্দোবস্ড়ির সুযোগ পাবে। নতুন এলাকার ব্যক্তি মালিকানাধিন ভূমিতে পুর্নবাসন সমাজ উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারে না। কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট তৈরী এবং বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক। এই কার্যক্রমটি বড় পরিসরে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো দেশব্যাপী কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশের ভেতরে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের পুন:স্থাপনের জন্য কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের অধিকার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কমিউনিটি ল্যান্ড ট্রাস্ট এর একটি আদর্শ মডেল তৈরীর মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুতদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

৫.৮ জরুরী ও সাধারণ পুনর্বাসন কার্যক্রমকে মূল ধারায় আনা এবং স্থানচ্যুত মানুষদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা

কোন স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট জায়গায় পুন:স্থাপনের জন্য গুচ্ছ গ্রাম বা একই ধরনের উদ্যোগ গুলোকে সফল বা ব্যর্থ ভাবার উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য স্থায়ী সমাধান খুঁজে নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। উলেখিত প্রচেষ্টা গুলোর স্থায়ীত্ব সঠিক তদন্তের মাধম্যে যাচাই করা প্রয়োজন, দরকার হলে এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

বর্তমানে ব্যক্তির সক্ষমতার উপর নির্ভর করে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ নিজস্ব ঘর এবং ভূমি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। বাস্তবে সম্পদশালী জলবায়ু স্থানচ্যুত ব্যক্তিরা উপযুক্ত জীবিকা খুঁজে নিয়ে কাছাকাছি অঞ্চলে নতুনভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অপরপক্ষে স্বল্প সম্পদ সমৃদ্ধ জলবায়ু স্থানচ্যুতরা ঢাকা বা চট্টগ্রামের বস্তিতে বসবাস করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় কম সম্পদ সমৃদ্ধ স্থানচ্যুতরা অবৈধভাবে অবস্থান এবং ভঙ্গুর বাসগৃহ তৈরী করে বিভিন্ন সরকারি ও বিচ্ছিন্ন দুর্গম অঞ্চলে বসবাস করে। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ও পরিকল্পিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত, যাতে করে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষরা তাদের আবাসন, ভূমি এবং সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারের প্রতি সম্মান ফিরে পায় এবং তাদের অধিকারগুলো ব্যক্তির সক্ষমতার উপর নির্ভর করবে না।

Photo : Displacement Solutions
November 2011

ঝুঁকিপূর্ণ থেকে নিরাপদ স্থানে পরিকল্পিত স্থানান্তর

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিবাসনের সফল উদাহরণ রয়েছে। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে ডিসপেসমেন্ট সলিউশনস্ কুমিলার একটি জনগোষ্ঠীকে দেখতে গিয়েছিল, যারা কুড়িগ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সহায় সম্বল হারিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কুমিলায় চলে আসে (৪০০ কি.মি দূরবর্তী)। এই জনগোষ্ঠীটি এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিরাপদে আছে এবং আদর্শ কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই জনগোষ্ঠীর সাফল্য তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও যোগাযোগের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। অনেক স্থানচ্যুত মানুষেরা এই ধরনের সুযোগ ও যোগাযোগ করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

জলবায়ু দুর্যোগ প্রবণ ও অরক্ষিত অঞ্চল থেকে টেকসই ও পরিকল্পিত অভিবাসনের জন্য এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত যেখানে আবাসন, ভূমি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, সরকারী পুনর্বাসন কার্যক্রমগুলোতে স্থানচ্যুত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিরাপদে থাকবে, জোরপূর্বক স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবে না এবং যেখানে তারা পুনর্বাসিত হবে সেই এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সর্বশেষ অবলম্বন ভাববার উপায় নেই, বরং এটি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষার জন্য সার্থক, কার্যকর ও স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

অধ্যায়- ৬
উপসংহার

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু স্থানচ্যুতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। এটি অত্যাবশকীয় যে, ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধানে কার্যকরী সমাধান ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা জরুরী।

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তমান ও ভবিষ্যতের জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশের সরকারের জন্য এখন উদ্বেগের বিষয়টি হল জলবায়ু স্থানচ্যুতি বিষয়টিকে মূলধারায় নিয়ে এসে জাতীয় অভিযোজন নীতিমালা ও কৌশলপত্রে একে অন্তর্ভূক্ত করা। অতিসত্ত্বর সরকারকে জাতীয় জলবায়ু স্থানচ্যুতি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করা উচিত যা বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে, অধিকার সংরক্ষণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। এই জাতীয় নীতির মূল কাজ হবে এমন এক প্রক্রিয়ায় শুরু করা যা বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য উপাত্ত প্রদান করতে পারবে।

বাংলাদেশ সরকারের এই উদ্যোগের সাথে সুশীল সমাজ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি স্থানচ্যুত মানুষের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সুশীল সমাজ দেশের নীতিনির্ধারক মহলের সাথে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে পারে। এদের বিশেষ দক্ষতা, সম্পদ ও জ্ঞান রয়েছে যা কার্যকর জাতীয় জলবায়ু স্থানচ্যুতির নীতিমালা প্রণয়নে সরকার কাজে লাগাতে পারে। বাংলাদেশ স্বল্প সম্পদের একটি উন্নয়নশীল দেশ। তাই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মহলের উচিত আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করা।

বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যা অভ্যন্তরীণভাবে সমাধানের সকল প্রয়াস সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিতে হবে। যে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে সমস্যা সমাধান করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না, আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও পুর্নবাসনের সুযোগগুলো তখন আন্তর্জাতিক মহলকে অবহিত করে বিবেচনায় আনতে হবে। বাংলাদেশে উদ্ভুত জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও মনোনিবেশ আবশ্যক। এটি, ভবিষ্যতের বিষয় নয়, বর্তমানের জন্যও মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে অবিলম্বে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

অধ্যায়-৭
তথ্যসূত্র

1. Association for Climate Refugees, Climate "Refugees" in Bangladesh - Answering the Basics: The Where, How, Who and How Many? Available at: http://displacementsolutions.org/?p=547.
2. Displacement Solutions, Climate Change Displaced Persons and Housing, Land and Property Rights: Preliminary Strategies for Rights-Based Planning and Programming to Resolve Climate-Induced Displacement, Available at: http://displacementsolutions.org/files/documents/DS Climate change strategies.pdf.
3. Friends of the Earth, A Citizen's Guide to Climate Refugees, Fact Sheet 4: Predictions of Climate Refugees to 2050.
4. Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Environment and Forests, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008.
5. Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Environment and Forests, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009, September 2009.
6. Government of the People's Republic of Bangladesh, National Adaptation Programme of Action (2005)
7. Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.
8. Jane McAdam & Ben Saul, Displacement with Dignity: International Law and Policy Responses to Climate Change Migration and Security in Bangladesh, University of New South Wales Faculty of Law Research Series, Paper 63 (2010).
9. Saferworld, Human Security in Bangladesh, Security in South Asia (2008).
10. Scott Leckie, Ezekiel Simperingham & Jordan Bakker, Bangladesh's Climate Displacement Nightmare, The Ecologist, 18 April 2011.
11. Scott Leckie, Ezekiel Simperingham & Jordan Bakker (Eds), Climate Change and Displacement Reader, Earthscan, Routledge, 2011.
12. UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights, 15 January 2009, UN Doc. A/H RC/ 10/61.
13. World Bank (Dhaka), Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor, Bangladesh Development Series Paper No. 17, June, 2007

বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকারের দ্রুত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এর মাত্রা আরো প্রকট রূপ নিচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের বসতভিটা ও ভূমি হারিয়ে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রতিবেদন যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হল, জলবায়ু স্থানচ্যুতির এই সংকট শুধুমাত্র ভবিষ্যতের আলোচ্য বিষয় নয়, বর্তমানেরও একটি মারাত্মক সমস্যা। জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা এখন সময়ের দাবী।

এই প্রতিবেদন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণ উপকূলীয় ও মূল ভূখন্ডের নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর জলবায়ু স্থানচ্যুতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কারণগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। পরবর্তীতে এখানে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং আইনী কাঠামো বিশেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষে এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু সুপারিশমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও নীতিমালা সমূহের মধ্যে দুর্বলতাগুলো সনাক্ত করার পাশাপাশি আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

Displacement Solutions
Rue des Cordiers 14, 1207 Geneva,
Switzerland,
Suite 2/3741, Point Nepean Road,
3944 Portsea, Australia
E-mail : info@ displacementsolutions.org
www.displacementsolutions.org

Young Power in Social Action (YPSA)
House # F 10 (P), Road # 13, Block-B,
Chandgaon R/A, Chittagong-4212, Bangladesh.
Tel : +88-031-2570255,
E-mail : info@ypsa.org ; ypsa.hlp12@gmail.com
www.ypsa.org